R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ ১০ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২রা শ্রাবণ বুধবার, ১৪১৭। ২১শে জুলাই ২০১০ সাল। | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

জঙ্গিপুরে কংগ্রেসী চক্রের প্রভাবে শহরের বাইরেই খোলা হচ্ছে নতুন নতুন ব্যাঙ্ক - অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের সাংসদ ও ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ভোট রাজনীতিকে চাঙ্গা রাখতে জঙ্গিপুর এলাকার গ্রামাঞ্চলে এবং মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জের আশেপাশে কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করেন কয়েক মাসের ব্যবধানে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ – শহরের মধ্যে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে কয়েকটি বাড়ী বিভিন্ন ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিরা দেখে গেলেও সেগুলো প্রাধান্য পায়নি। একরকম শহরের বাইরেই পর পর কয়েকটি ব্যাঙ্ক খোলা হলো। যার ফলে ঐ সব ব্যাঙ্কের সঙ্গে এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের কোন যোগাযোগ নেই বললেই চলে। শহরের দুটি ব্যাঙ্ক এস.বি.আই. এবং ইউ.বি.আই. এ সব শ্রেণীর গ্রাহকের চাপ। অন্যদিকে নতুন ব্যাঙ্কগুলোতে ৯০% কৃষি লোন, ৫% সেভিংস এবং ছিটেফোঁটা কারেন্ট এ্যাকাউন্ট এর ওপর চলছে। এর ফলে ব্যাঙ্কের এ.টি.এম বা দৈনিক খরচ চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন কর্তৃপক্ষ বলে খবর। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায়, স্থানীয় কংগ্রেসের একটা চক্রের প্রভাবে কোন্ এলাকায় কার বাড়ীতে ব্যাঙ্ক খোলা হবে, উদ্বোধনের দিন কাদের নিমন্ত্রণ জানানো হবে, টিফিন প্যাকেট কত টাকা দামের হবে, কোথা থেকে নেয়া হবে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য কোন হোটেল থেকে খাবার আসবে, অনুষ্ঠান মঞ্চ কোন ডেকোরেটরকে দিয়ে করানো হবে সব কিছুই ঠিক করে প্রণববাবুর ঘনিষ্ট ঐ কংগ্রেসী চক্র। যার ফলে বাজার দরের থেকে অনেক বেশী দাম মেটাতে হচ্ছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে। এছাড়া যে পরিমাণ প্যাকেটের অর্ডার যাচ্ছে তার থেকে অনেক কম প্যাকেট অনুষ্ঠানে (শেষ পাতায়)

সিটুর ছত্রছায়ায় জঙ্গিপুর পারে ১১৯টি অটো চলছে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলার ভাগীরথী ব্রীজের মুখ থেকে লালগোলা এলাকার মহালদারপাড়া পর্যন্ত যাত্রী পরিবহনে ব্যস্ত পুরনো ও নতুনে ১১৯টি অটো। অথচ মুর্শিদাবাদ আর.টি.ও-র কোন কাগজপত্র তাদের কাছে নাই। সিটু ইউনিয়নের ছত্রছায়া এরা পরিবহন ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। আবার গাড়ীর কাগজের জন্য ধরপাকড় শুরু হলে এরা সেখানে সেখানে গাড়ী লুকিয়ে দিয়ে নিজেরা আত্মগোপন করেন। আবার অনেক সময় ধরা পড়ে মোটা টাকা গুণাগার দিচ্ছেন বলে খবর। কেন তাদের বৈধ কাগজপত্র বা যাত্রী পরিবহনের স্বীকৃতি মিলছে না। এ প্রসঙ্গে জনৈক সিটু নেতার বক্তব্য, ভাগীরথী ব্রীজ চালুর আগে থেকেই ওরা অটো ব্যবসা চালু করে। ঐ একই রুটে জঙ্গিপুর গাড়ীঘাট থেকে মহালদারপাড়া চলতো। তাদের এম.ভি.আই এ্যাক্টেরও আওতায় আনা হয়। প্রত্যেকটা গাড়ীর গায়ে নম্বরও পড়ে। পরবর্ত্তীতে গাড়ীর মালিকরা আর পারমিট রিণিউ করে না। দীর্ঘদিন ধরে তাদের ট্যাক্স বাকি। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন কি করবে। অন্যদিকে এক (শেষ পাতায়)

বিদ্যুৎ দপ্তরের বড়বাবুকে খুশি করে পরিষেবা চলছে ধুলিয়ানে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান বিদ্যুৎ দপ্তরে প্রকাশ্যে চলছে পয়সার খেলা। নতুন কানেকশন নিতে গেলে বা অচল মিটার পালটাতে গেলে ওখানকার বড়বাবু ইমাজুদ্দিন সাহেবকে নজরানা দিতেই হবে, তা প্রকাশ্যে বা গোপনে। অচল মিটারের জন্য নজরানা না দিলে সাধারণ গ্রাহকের বিল হয়ে যাবে তিন ডবল। হয়রানির মাত্রাও বাড়বে সেইভাবে। স্থানীয় (শেষ পাতায়)

জল নিকাশী নিয়ে আশঙ্কায় ভুগছেন ১৯-২০ ওয়ার্ডের জনসাধারণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুরোদমে বর্ষা না আসতেই পাড়ায় পাড়ায় জমে থাকা জলে আতঙ্ক শুরু হয়েছে অনেক এলাকায়। জঙ্গিপুর পুরসভার ১৯ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাচীন ড্রেনটি জায়গা চোরদের দাপটে প্রায় বেদখল হয়ে পড়েছে। একটু বৃষ্টি হলেই বাইরের নোংরা জল অনেকের বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ছে। রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া বড় মসজিদের (শেষ পাতায়)

পরিশ্রুত পানীয় জল আগের মতো নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর কর্তৃপক্ষ ভাগীরথীর জল পরিশ্রুত করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে দু'বেলা উভয় শহরে সরবরাহ করে। কিন্তু দু'বেলায় নির্দিষ্ট সময়ের বা সময় সীমার কোন বালাই নেই। যার ফলে জলের জন্য প্রতিদিন হাপিত্যেশ করতে হয় দু'বেলা। এছাড়া জল গ্রাহকদের অভিযোগ - আগে জলের মধ্যে ক্লোরিন বা ব্লিচিং এর একটা হালকা গন্ধ বা স্বাদ পাওয়া যেত, কিন্তু এখন কোন কিছুই থাকে না। এ ব্যাপারে নবাগত পুরপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬ মোবাইল-৯৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা শ্রাবণ বুধবার, ১৪১৭

নাগরিক-ভাবনা তথা বিষফোঁড়া

কিছুদিন পূর্বে ত্রিপুরা, মনিপুরের ইম্ফল অঞ্চলে উগ্রপন্থীরা যে কাজ করিল, তাহাতে আর যাহাই হউক, প্রতিটি মানুষ আজ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িয়াছে। অবশ্য আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ডও এই উগ্রপন্থী হানা, মানুষ লোপাট, বিস্ফোরণ ঘটানর আওতার বাহিরে নাই। মোট কথা উত্তর-পূর্ব ভারত জ্বলিতেছে। মানুষের জীবন আজ জেরবার হইয়া পড়িয়াছে।

কাশ্মীর বারুদের স্তূপে, ঝাড়খণ্ডী দল নানা জায়গায় সক্রিয়, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাথা চাড়া দিয়াছে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাকার্য বিপন্ন হইতেছে। উল্লেখিত অঞ্চলসমূহ হইতে দেশকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করিয়া তোলা হইতেছে।

মাঝে মাঝে ফলাও করিয়া আত্মপ্রসাদের ঘোষণা শ্রুত হয় যে, বৈরী দল অস্ত্রসমর্পণ ও আত্মসমর্পণ করিয়া এখন সুমতির পরিচয় দিয়াছে বা দিতেছে। কিন্তু তাহার কিছুদিন পরেই আবার হানা হামলা আরম্ভ হয়। মানুষ ধনেপ্রাণে মারা যায়। দেশব্যাপী এই যে ধ্বংসযজ্ঞ, তাহাতে উপকরণের প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে। অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বিদেশ হইতে গোপনে এই দেশে আসিতেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মদতে ইহা সম্ভব হইতেছে। কী উগ্রপন্থীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ, কী নিজেদের দেশের ভিতর দিয়া বাহিরের আমদানীকৃত মারাত্মক অস্ত্রাদি উগ্রপন্থীদের হাতে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা সবই প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের অকৃপণ সহযোগিতায় সম্পন্ন হইতেছে।

সুতরাং ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আজ কতখানি বিঘ্নিত, তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত নয়। এক এক জায়গায় আঘাত হানা হইল, তদন্তের ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু সুফল কি কিছু ফলিল ? দেশকে টুকরা টুকরা করা বা অঞ্চল বিশেষকে বিচ্ছিন্ন করিবার অপচেষ্টাতে অব্যাহত রহিয়াছে। আর তাই সাধারণ মানুষের নিশ্চিন্তে জীবনযাপন শিকায় উঠিয়াছে।

এই সার্বিক বিপদ দূর করিয়া সুশৃঙ্খল নিরাপত্তা বিধান কোনও দুর্বল ও ক্ষমতায় থাকার ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্ত শাসক দলের পক্ষে সম্ভব নহে, তাহা সুস্পষ্ট, হইয়া উঠিতেছে। যে কোনও রাজনৈতিক দল চায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে ; দেশের মধ্যে নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করিবার কোনও কার্যকরী কর্মপ্রয়াস কী কেন্দ্র, কী রাজ্য কোন সরকারই দেখাইতে পারিতেছেন না। ফলতঃ ইহাই আজ এক চরম নাগরিক ভাবনা। ইহার উপর গোদের উপর বিষফোড়া – সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি প্রদানের সাম্প্রতিক আয়োজন।

মেদিনীপুর থেকে মুর্শিদাবাদ পদধ্বনি স্পষ্ট হচ্ছে

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

মিডিয়াতে নরম গরম খবর রোজ দেখছি। হাতে কফির পেয়ালা, সামনে পকোড়া ভুজিয়া। মাওবাদীদের ভয়াবহ দুঃসাহসের কাণ্ডকারখানা। যৌথবাহিনীর মরা জন্তু ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ওদের লাশ কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার বীভৎস দৃশ্য দেখছি আর চুমুক দিয়ে গোটা পরিবার মিলে তর্ক বিতর্ক করছি। একটা সান্ত্বনা ছিলো ৩০০ কিলোমিটার দূরে যা হচ্ছে হোক না। আমরা তো বেশ আছি। আমরা খবর দেখবো, শুনবো। খবর তো আর হব না।

নওদার ঘটনা, বহরমপুরে, কান্দিতে মাওবাদীর পোষ্টার আমাদের তেল চুকচুকে কপালে ভাঁজ ফেলেছে, টান পড়েছে নেয়াপাতি সাধের ভুঁড়িতে। যাঃ এবার এখানেও ? কবে কোথায় কার লাশ পড়ে থাকবে কে জানে ! পুলিশ মারা গেলে আরো হ্যাপা। দোষীদের তো পাবেই না নির্দোষীদের পিটিয়ে তক্তা করে দেবে। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে মুর্শিদাবাদের সীমান্ত এলাকা রাতে অন্য রূপে জেগে ওঠে। কোটি কোটি টাকার চোরাকারবার, জাল নোট, মেয়েপাচার ঘাটে আঘাটে নোটের ছড়াছড়ি, খুন-এসব দেখে আমরা অভ্যস্ত। থানায় বডিফিট দারোগা বা ফাঁড়ির পুলিশ – যে রোজ ব্যায়াম করে, ২/৩ কিলোমিটার দৌড়তে পারে বা তাদের দারুণ 'সোর্স' আছে যারা খবর দেবে – এ দিবাস্বপ্ন পুলিশেও দেখেনা। যা ২/৪ জন আছে তারা এখনকার প্রজন্ম। বদলী নিয়ে পালাবে। বিশাল ভুঁড়ি, গাদা গুচ্ছের টাকা আর অসুখ, ঘুমঘুম চোখ, মুখে পান সিগারেট আর খিস্তি নিয়ে যারা বেশ ছিলো – এবার তাদের মাথা ধরেছে। জীবন খুইয়ে তাদের উপকার করতে মানুষ পাবেন না তারা। কেননা প্রতিটি থানা দুর্ব্যবহারের ঝড়ে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। উপর ওয়ালারা বার বার বলেছে এরা শোনেনি। নোট কামাতে ব্যস্ত। জীবনটাই চলে গেলে খাবো টা কি ! এটা ভাবেনি।

প্রতিটি গ্রামে সরকারী নানা প্রতিষ্ঠান, নানা কর্মসূচী, নানা পোস্টার, নানা ভাষণ খুব চলছে। তারই পাশপাশি চলছে রেশন ডিলারদের ও হোলসেল এজেন্টদের মানুষের খাদ্য নিয়ে লুটমার। পঞ্চায়েতে ডাকাতি। মেয়ের বিয়ে বা অসুখে বিসুখে ৮/১০ শতাংশ হারে মানুষ সুদে টাকা নিয়ে ফেরার হচ্ছে। ফি গ্রামে ফি বছর বাঁধা পড়ছে সুদখোরদের কাছে গরীবদের একমাত্র অবলম্বন ২/১ বিঘা জমি বা বসতবাটী। আত্মহত্যা করছে কেউ, কেউ বা পালাচ্ছে অন্য কোথাও। হাসপাতালে চিকিৎসা পায় না, ওষুধ না কিনে দিলে পরমআত্মীয়ের মৃত্যু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হচ্ছে। লাল্টুস ডাক্তার-নার্সরা আসছে রোগীর গায়ে হাত দেয় না, কুত্তার মতো ঘৃণার সঙ্গে, ব্যস্ততার সঙ্গে কথা বলে চলে যায়। গরীবদের দেশে ডাক্তার ফিজ ১০০-১৫০। বিনাপয়সায় একটা রোগীও তারা (৩য় পৃষ্ঠায়)

চরকার চোর ধরা

রচনা – শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ইংরেজ যখন এদেশে আসেনি, তখন এদেশের লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র দেশের লোকে নিজেরাই করিয়া লইত। দেশে কাপাস জন্মিত, তাতেই হতো তুলো। সেই তুলো চরকায় কেটে সুতো তৈরী ক'রে, তাঁতির বাড়ি সূতো দিয়ে, কাপড় বুনিয়ে নিতো। পতিপুত্রহীনা বিধবারা এই চরকা কেটে সূতো তৈরী ক'রে, সেই সূতো বাজারে বিক্রী ক'রে, যে মূল্য পেতো, তার লভ্যাংশ গ্রাসাচ্ছাদনে ব্যয় করতো, আর যা তার মূলধন, সেই অর্থ দিয়ে হাটে নূতন তুলো কিনে এনে, তাতেই আবার সূতো তৈরী করতো। এই সব অনাথা বিধবার একমাত্র ভরসা ছিল চরকা। এক একটি বিধবা এতে বেশ উপার্জন করতো। এদের মুখের কথা নিয়ে, দেশে এক প্রবাদ প্রচলিত আছে। চরকা-কাটুনি বিধবা, চরকার উপর এত ভরসা রাখতো যে, সে বলতো–

"চরকা আমার ভাতার পুত
চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমি
দুয়োরে বাঁধাবো হাতী।"

এক কুটির-বাসিনী অনাথা বৃদ্ধা রোজ চরকা কাটতো। হাটে সূতো বেচে, সন্ধ্যায় বাড়ী এসে উননে ভাত চরিয়ে দিয়ে, ওদিকে ভাত ফুটতো, সে তখনও সূতো কাটতো। সে মাঝে মাঝে ঐ ছড়াটা বলতো। এক চোর তা শুনে ভাবলো – বুড়ী চরকার দৌলতে দুয়োরে হাতী বাঁধতে চায় ! না জানি চরকা কেটে সে কত টাকাই না করেছে। একদিন বুড়ী হাটে গেলে, চোর তার কুঁড়ে ঘরের ঝাঁপ খুলে এক কোণে একটা চাল রাখা মাটির বড় জালার আড়ালে লুকিয়ে থাকলো। মতলব বুড়ী যখন ঘুমোবে, তখন তাকে সাবাড় ক'রে ঘর খুঁড়ে সব টাকা নিয়ে চম্পট দিবে।

বুড়ী হাটে হ'তে এসে, প্রথমেই লক্ষ্য করলো – তার কুঁড়ের ঝাপ সে যেমনভাবে বেঁধে গেছিলো, তেমন বাঁধন নাই, এ যেন কে খুলে' বেঁধেছে। তখন সন্ধ্যা হ'য়েছে। বুড়ী ঘরে ঢুকে আগেই পিদীমটা জ্বালালে, পিদীম নিয়ে সে এ কোণ হ'তে ওকোণ যেতেই, জালার আড়ালে চোরের ছায়া তো লুকানো থাকলো না। চোরের টেকো মাথার ছায়া ঘরের বেড়ার উপর পড়লো, বুড়ী এবার ঠিক বুঝেছে – যে ঘরে চোর ঢুকে জালার আড়ালে বসে' আছে। বুড়ী লেখাপড়া না জানলেও দুঃখের অভিজ্ঞতা তাকে ঢের শিক্ষা দিয়েছে। বুড়ী বসে' তার চরকা নিয়ে, তুলো নিয়ে, সূতো কাটার অছিলা ক'রে চরকা যে দড়িতে পাক ঘোরে, সেই দড়িটি আলগা ক'রে দিয়ে শুধুই চরকা ঘুরাতে লাগলো। চরকায় আওয়াজ হয় না। বুড়ী তখন চরকাকে ডেকে বল্‌তে লাগলো – বাবা চরকা ! তুমি রোজই কথা কও' আজ কেন কথা কওনা বাবা ! তুমি ছাড়া আমার আর কেই নাই বাবা ! চোর বুড়ীর কাণ্ড দেখে অবাক। সে মনে মনে ভাবতে লাগলো – বুড়ি বুঝি ডাইনি ? ওর চরকাতেই কথা কয়। বুড়ীর কথায় চরকা কোনও আওয়াজ (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের ২১তম বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল গত ১৮ জুলাই তাদের গোপালনগরের আইকেয়ার সেন্টার ভবনে। অনুষ্ঠানের শুরুতে গত বছরের সম্পাদক অখিলবন্ধু বড়াল প্রতিবেদন পাঠ করেন। তাতে অক্সিজেন সিলিণ্ডার, এ্যাম্বুলেন্স, রক্ত, দুঃস্থদের জন্য কম্বল বিবরণ ও বিনা ব্যয়ে চক্ষু অপারেশন উল্লেখ থাকে। অন্যতম বক্তা প্রদীপ আগরওয়ালা পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে জনসাধারণের মধ্যে চেতনা আনতে ক্লাব সদস্যদের উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানা। পাশাপাশি রক্তদান, মরণোত্তর চক্ষ দান, দেহ দানের গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন। আগামী বছরের জন্য সভাপতি মনোনীত হন অশোক ঘোষ, সম্পাদক অখিলবন্ধু বড়াল।

মেদনীপুর থেকে মুর্শিদাবাদ পদধ্বনি স্পষ্ট (২য় পাতার পর)

দেখেন না। বিনা সুদে কেউ পয়সা ধার দেয় না। প্রণববাবুদের ব্যাঙ্ক বড় বড় শিল্পপতি, ভগ্নিপতিদের জন্যে, গরীবদের কেউ নাই। সরকারী অফিসে একটা কাগজের জন্যে ১০ বার ঘুরছে ১৪ বার আবেদন করছে, কেউ কান দেয় না। সবাই ইসারায় হাতের আঙ্গুলে টক্কর দিয়ে রুপিয়া চায়। প্রত্যেক গ্রামে বড়লোকেরা চুল্লু, দেশী মদের ব্যবসা করছে। মানুষ মরছে। সরকার নাফা দেখছে। গরীবদের দেখে না। লোটো-জুয়া একটা প্রজন্মকে শেষ করে দিল। কত পরিবারের অসহায় কান্না রোজ বাতাস ভারী করে দিল, কে কাকে দেখলো ? ধানের জমি ইটভাটার মালিকরা সব জলাশয় করে দিল। মাওবাদীরা খুনখারাপী কি করবে জানিনা, তবে ওরা অনেকেরই ঐ লুঠ, ঐ ব্যাভিচার বন্ধ করে দেবে শীতল নীরব ভাষায়। এটা সত্তর দশকে আগেও দেখেছি। ওদের হাত থেকে চ্যালেঞ্জ করে কেউ বাঁচতে পারবেনা। বাঁচানো সম্ভব নয়। রাষ্ট্রশক্তি ঢোক গিলছে। ব্যাপক হারে যৌথবাহিনীকে যারা খতম করে দিতে পারে তারা আর যাইহোক মৃত্যুকে জয় করেছে। জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। অক্টোপাশের মতো ৮ খানা হাতে যারা রক্ত চুষছে তারা, আর মাওবাদীদের যারা সক্রিয় বিরোধীতা করবে তারা সম্ভবতঃ এযাবৎ দেখা গেল এরাই প্রথম টার্গেট। এই হিটলিষ্টে না থাকার কিছু উপায় ভাবা যেতে পারে। প্রথমতঃ থানা থেকে সমস্ত সরকারী অফিসে মানুষ ভদ্র ব্যবহার ও দ্রুত ন্যায্য কাজ যাতে পায়। অনর্থক হয়রান, ঘুষ থেকে মানুষকে রেহাই দেওয়া। দলবাজী না করে পরিষেবার দিকে নজর দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ চাকরী, লোন, কৃষিজমি দেবার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। মুর্শিদাবাদ জেলার ৮৫% আদিবাসী ও ৫০% তপঃশীলি আজো ভূমিহীন কেন ? তৃতীয়তঃ পঞ্চায়েতে যেসব অনুদান ও অন্যান্য বরাদ্দ কেন্দ্র রাজ্য দেয় – তার সুষম বন্টন। ঠিকাদার, প্রধান, নেতা, দালাল, পুলিশ এর জোট বন্ধন এবার আলগা হোক, আপনার তা অনেক খেলেন – এবার যাদের মাথায় তেল নাই, নিজের জমি নাই, বাড়ী নাই, ভবিষ্যৎ নাই, শিক্ষা নাই, পেনসন নাই-বাঁধা রোজগার নাই তারা একটু খাক না। ছোটলোক গুলো না খেতে পাওয়ার পাপেই না আমাদের ভদ্রলোক পাড়ায় এত হুল্লোড়। জঙ্গলমহলের বাতাস আগুন নিয়ে এখানেও হাজির। বিবেকানন্দ, সুভাষ এঁরা তো মাওবাদী ছিলেন না। এরাও যেসব বলে গিয়েছেন তাও যেন ওদেরই কথা। আমাদের এলাকার বড় বড় ব্যবসায়ীরা কেউ কেউ বাদে সকলেই জনসেবার ব্যাপারে নাই। এরকম করা যায় না, মন্দির মসজিদে চাঁদা বন্ধ করে বা কম দিয়ে গ্রামে যাই, ক্ষমতা অনুযায়ী কয়েকলক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক বানিয়ে বিনা সুদে টাকা ধার দিই! যাদের বড় অভাব তাদেরকে বাঁচানোর মতো অর্থ বেসরকারী উদ্যোগ আর সরকারী সদিচ্ছায় অবশ্যই দেওয়া যায়। এসব যদি আমরা করতে পারি তাহলে বোধ হয় পড়া না পারার অপরাধে কান ধরে দাঁড়াতে হত না, বা পোষ্টমর্টেম ঘরে যেতে হত না। ওরাও দেখতো এখানে চেতনা বেড়েছে, হৃদয় আছে, হয়তো কোনও দুর্ঘটনা ঘটতোনা। প্রশাসনের সঙ্গে ওদের যে লড়াই তাতে আমরা তো দুর্বল অসহায় দর্শক। দু'জনের হাতেই আধুনিক অস্ত্র, আমাদের হাতে জপের মালা, না হয় ঠিকুজি কুষ্ঠি, না হয় ওষুধের বোতল। কি করার আছে সমাজের এই মহাকরণে ?

ভাববার সময় এসেছে সকলের। স্বভাবের, লোভের পরিবর্তন হোক। যারা এতদিন সর্বস্ব লুঠলেন তারা টাকা দিয়ে বিপ্লবীদের মাথা কিনতে পারবেন না। প্রকৃত বিপ্লবী জনগণের শত্রুকে ক্ষমা করবেনা। আপনার বরং লম্বা নখওয়ালা লোমশ হাত গুলো একটু গর্তে ঢুকিয়ে নিন।

ট্রেকার ড্রাইভারের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে থানায় ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিটু পরিচালিত ট্যাক্সি-ট্রেকার জনপথ পরিবহন সমিতি ট্রেকার ড্রাইভার টিঙ্কু হালদারকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গত ১২ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ থানায় ডেপুটেশন দেয়। ট্রেকার চালকদের কাছ থেকে জোর করে পুলিশের পয়সা আদায়, তাদের মারধোর করা, লাঠির আঘাতে গাড়ীরকাঁচ ভেঙে দেয়া, দুঃস্থ ট্রেকার চালকদের জামিন না দেয়া ইত্যাদি অভিযোগ এনে থানার সামনে সিটুর নেতারা বক্তব্য রাখেন ডেপুটেশনের দিন। সংবাদ লেখা পর্যন্ত টিঙ্কু হালদার জামিন পাননি।

চরকার চোর ধরা (২য় পাতার পর)

করলো না – দেখে বুড়ী চীৎকার করে' কাঁদতে শুরু করে' দিল – "ওগো বাবা গো ! আমার কি হল গো ! আমার চরকা যে কথা কয় না ! আমার আর কেউ নাই গো" চোর হতভম্ব হ'য়ে বুড়ীর কান্না শুনছে।

পাড়ার লোকে বুড়ীর এই আর্ত্তনাদ শুনে সব ছুটে এলো। বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলো – কি হয়েছে বুড়ী ? কাঁদছো কেন ? বুড়ী কান্না থামিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলো – তোমরা ক'জন এসেছ বাবা। পাড়ার লোকেরা বললো – বিশ পঁচিশ জন এসেছি।

তখন বুড়ী তাদের বলল – বাবা ! আমার ঘরে জালার আড়ালে চোর বসে আছে বাবা ! আমি চোর চোর বলে চেঁচালে বেটা পালাতো ; তাই চররকার জন্য কেঁদে চেঁচিয়েছি। লোকজন সব চোরকে ধরে পুলিশে দিল। চোর তখন বলে উঠলো – ধরা তো পড়লাম, বুড়ী ! তোর বুজরুকি দেখলাম। ঢের ঢের চুরি করলাম – তোর মত এমন কায়দায় কেউ ফেলতে পারেনি।

"চোরের ধরা না পড়া" মাসতুতো ভাই অনেক আছে। ডাকাত মুরুব্বিও না থাকা নয়, বুড়ীকে এদেশ থেকে অন্য দেশে তফাৎ ক'রে, এই মাসতুতো ভাইকে নিস্তারের উপায় করতে পেরেছিল কিনা তা আমদের জানা নাই। তবে চরকার চোর ধরা দেখে আমাদের কবি নজরুলের গান পাঠকদের শুনাতে' ইচ্ছা করছে। গানটি সব মনে নাই। যেটুকু আছে তাই বলি –

'ঘোর্, ঘোর্‌রে ঘোর ঘোররে আমার
সাধের চরকা ঘোর্
স্বরাজ রথের আগমনী
শুনি চাকার শব্দে তোর।
ঘর ঘর্ ঘর ঘূর্ণিতে তোর, ঘুচুক ঘুমের ঘোর,
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
তোর ঘূর্ণিপাকে বলদর্পীর
তোপ কামানের টুটুক জোর।
ঘোর্ ঘোর্ রে ঘোর্, ঘোর্ রে আমার
সাধের চরকা ঘোর্।
তুমি ভারত বিধির দান,
তুমি কাঙাল দেশের প্রাণ,
ঘরের লক্ষ্মী আসবে ঘরে শুনে' তোমার গান
তুমি দেশের কষ্ট কর নষ্ট
বিষ্ণু-চক্র ভীম কঠোর।
ঘোর্ ঘোর্ রে ঘোর্ ঘোর্ রে আমার
সাধের চরকা ঘোর্।
ভারত বস্ত্রহীন যখন
কেঁদে ডাকলো "নারায়ণ"
তুমি লজ্জাহারী করলে মায়ের লজ্জা নিবারণ
দেশ-দ্রৌপদীর হ'রতে বসন
পারল না দুঃশাসন চোর।
ঘোর্ ঘোর্ রে ঘোর্, ঘোর্ রে আমার
সাধের চরকা ঘোর্।"

চরকা না কেটেই, দুয়োরে হাতী বাঁধবার জোগাড় করেছিল। বুড়ী নয় হোঁৎকা মরদ। চরকা নাকি তাকেও ধরিয়েছে। আমাদের কাজ কি ও সব কথাতে। নিজের চরকায় তেল দিব যে তারও উপায় নাই। তেলে সব শেয়াল কাঁটা।

সুতী-১ ব্লকে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী ১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি জিয়ারত আলির নেতৃত্বে গত ১৫ জুলাই স্থানীয় বিডিওর হাতে ১৪ দফা দাবী সম্বলিত ডেপুটেশন দেয়া হয়। প্রধান দাবীগুলোর মধ্যে ছিল – স্বচ্ছ বিপিএল তালিকা প্রকাশ, প্রকৃত দুঃস্থদের নাম এই তালিকায় আনা, রেশন কার্ড নিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করা, সুতী-১ ব্লক এলাকার বেহাল রাস্তা সংস্কার ইত্যাদি। ডেপুটেশনে বক্তব্য রাখেন মহঃ সোহরাব, মহঃ আখরুজ্জামান, সুদীপ রায় প্রমুখ।

সিটুর ছত্রছায়ায় জঙ্গিপুর পারে ১১৯টি (১ম পাতার পর)

শিক্ষিত অটো ড্রাইভারের বক্তব্য – আমরা ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে, মা-বোয়ের গয়না বিক্রী করে গাড়ী নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছি। আর পাঁচটা পরিবহন ব্যবসায়ীর মতো আইন মেনে ভদ্রভাবে জীবিকা অর্জন করতে চাই। প্রতিদিন ইউনিয়নে পাঁচ টাকা জমা দিতে হয়। কিন্তু আমাদের কোন স্বাচ্ছন্দ্য নাই। তিনি বলেন - বহরমপুরে আই.এন.টি.ইউ.সির সদস্যভুক্ত অটো চালকরা আর.টি.ওর বৈধ কাগজপত্র নিয়েই ব্যবসা করছে, আমরাও সরকারের শর্ত মেনে পরিবহন ব্যবসা চালাতে চাই। তিনি বলেন – অটো ও ট্রেকারের জন্য ফুলতলায় কালভার্টের ধারে ফাঁকা জায়গায় স্ট্যাণ্ড করে দেবার জন্য আর্জি জানিয়েছিলাম পূর্বতন চেয়ারম্যান মৃগাঙ্ক ভট্টচার্যকে। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন এই পর্যন্ত। স্ট্যাণ্ড না থাকায় ব্রীজের মুখে অটো থামিয়ে যাত্রী ওঠা নামায় একদিকে যাত্রীরা অসন্তোষ প্রকাশ করে অন্যদিকে পুলিশ। দুয়ের টানাপোড়েনে আমরা বিধ্বস্ত।

জল নিকাশী নিয়ে আশঙ্কায় ভুগছেন (১ম পাতার পর)

পেছনের পাড়ায় জল নিকাশী ব্যবস্থা নিয়ে রীতিমত কাজিয়া। অনুসন্ধানে জানা যায়, এক ব্যক্তি ঐ এলাকায় কিছুটা জলাশয় কিনে পরে সেটা মাটি ভরাট করে বাড়ী তৈরী করেন। এর ফলে জল নিকাশী ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে মার খাচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি নাকি গা ঝাড়া উত্তর দেন। অন্যদিকে পুর ওভারসীয়ার সরজমিন তদন্তে তাকে খিস্তি দিয়ে ভাগিয়ে দেন এলাকার কমরেডরা। ঐ এলাকার জনসাধারণের বক্তব্য, এটা পুরসভার দায়িত্ব না কার ? ট্যাক্স দিয়ে বাস করছি ,অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করবো কেন ? এই নিয়ে চাপা অশান্তি চলছেই।

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

জঙ্গিপুরে কংগ্রেসীচক্রের প্রভাবে শহরের (১ম পাতার পর)

সাপ্লাই আসছে। যারজন্য প্যাকেট নিয়ে অনেক অনুষ্ঠানে হুজ্জত চলছে। অনুষ্ঠানের দিনও মঞ্চের ওপরে প্রণব মুখার্জীর আশপাশে এইসব কংগ্রেসীরা ঘোরাঘুরি করে সভার গুরুত্ব নষ্ট করছে। অর্থমন্ত্রীর প্রভাবে সব কিছুই হজম করছেন ব্যাঙ্কের উচ্চ পদস্থরা। আবার ৯ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এবং এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের শাখা উদ্বোধনে আসছেন প্রণব মুখার্জী।

শহরের গরিব মানুষের
উন্নয়ন ও বস্তি উন্নয়ন
উন্নয়নে বহুমুখী প্রয়াস
গরিব মানুষের জন্য
শহরাঞ্চলে প্রায় দু'লক্ষ বাড়ী
পরিবেশের ভারসাম্য বজায়
রেখে উন্নয়ন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মানুষের জন্য। মানুষের স্বার্থে

স্মারক নং-৭৭৩ (২২) তথ্য / মুর্শিঃ তাং-১৯/৭/১০

হারাইয়া গিয়াছে

গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, মনিগ্রাম শাখায় আমি একটি ফিকসড ডিপোজিট করি। যার নম্বর RIP 5364 ; গত ৫ জুলাই ২০১০ থেকে ডিপোজিট বইটি খুঁজে পাচ্ছি না। এই মর্মে সাগরদীঘি থানায় ডাইরী (নং ৬৪৪) করি। কেউ এর খোঁজ দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

হারেজ আলি
গ্রাম-দোগাছি, পোঃ-মনিগ্রাম,
থানা-সাগরদীঘি, জেলা-মুর্শিদাবাদ

বিদ্যুৎ দপ্তরের বড়বাবুকে খুশি করে পরিষেবা (১ম পাতার পর)

লালপুরের গোলাব মণ্ডল এবং গরুহাটের সঞ্চয় মণ্ডলের কাছ থেকে ১৫০ টাকা করে নিয়ে নতুন মিটার সাপ্লায়ের চিঠি করেন বড়বাবু। পরবর্তীতে স্থানীয় লোকেদের চাপে তাদের টাকা ফেরত দিলেও নতুন মিটারের অর্ডার বাতিল করে দেন বলে খবর। এইভাবে প্রকাশ্যে দু'হাতে লুটমার চালাচ্ছে ধুলিয়ান বিদ্যুৎ দপ্তরের হেডক্লার্ক। একজন সরকারী কর্মচারীর এই ধরনের অসাধুতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে কোন্ ইউনিয়নের নেতারা ? জনসাধারণ জানতে চাইছে।

NATIONAL AWARD WINNER 2008

Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000

ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাস্তিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।